ইচ্ছেনদী স্বপ্নপুর

তপনকুমার দাস

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

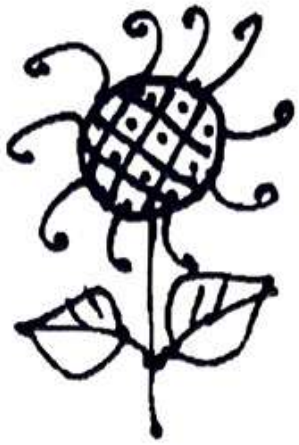

ছড়াক্কে

ছড়াক্কে ছড়া
ছড়া দুগুনি ফুল
তিনটে ছড়া হেসে বলে
পরবো নাকো দুল।

ছড়াক্কে ছড়া
ছড়া দুগুনি গান
তিনটে ছড়া সুরে নাচে
খুশিতে আট খান।

ছড়াক্কে ছড়া
ছড়া দুগুনি চাঁদ
তিনটে ছড়া আলো মাখে
ছাড়ে আঁধার ফাঁদ।

ছড়াক্কে ছড়া
ছড়া দুগুনি শেষ
তিনটে ছড়া যা উড়ে যা
থাকুক পড়ে রেশ।

আয়তো আমার

আয়তো আমার ছোট্টবেলা
খেলার ঘরে গোলাপ কুঁড়ি
রাজার কুমার রাজকুমারী
আকাশ মাঠে চাঁদের বুড়ি।

আয়তো আমার কিশোরবেলা
ঘুড়ি লাটাই মাঞ্জা সুতো
তাক কুড় কুড় বায়না মোড়া
নতুন জামা পুজোর জুতো।

আয়তো আমার সবুজবেলা
উল্টো ঘুরে বয়েস চাকা
তেপান্তরের রূপকথারা
খুশির রঙে খাতায় আঁকা।

আয়তো আমার ফুলেরবেলা
লিগ মাতানো ফুটবলে পা
সেঞ্চুরি আর মার ছক্কা
কুলপি মালাই যা খেয়ে যা।

আয়তো আমার সকালবেলা
ছোটোর সেদিন রাতারাতি
সব ছোটোরা এখন যারা
করবো সবাই মাতামাতি।

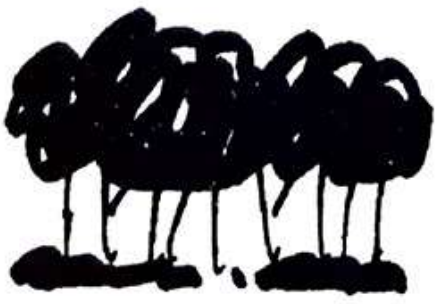

ছড়াছড়ি

নাম ধরে ডাকো কেন—বর বলো বরকে
বর্বর যুগে শুধু বলা হতো পরকে
যাযাবর চিনতো কি, ঘর নামে ঘরকে?

মুখ বুজে কোণে বসে কনে পায় লজ্জা
পুতুলের বিয়ে হবে আন সাজসজ্জা
মিছিমিছি হাটে গিয়ে বেনারসী খোঁজ যা।

রেলগাড়ি ঝমাঝম ঝম ঝম বৃষ্টি
ঝাপটায় কাকভেজা—এ কি অনাসৃষ্টি
মাদলের সুর দোলে আর দোলে কৃষ্টি।

জুড়ে জুড়ে জারিজুরি হাড়ি মুখো ছেলেটা
কালো সোনা কালো নয় রাগে মুখ কেলেটা
ভেলপুরি এক ঝুড়ি খায় ভেলভেলেটা।

খেলে খেলে খেলোয়াড়—খেয়ে মোটা পেটটা
ঘুষো ঘুষি ঘুষ ঘুষে, ঘুষ নয় ভেটটা
দেরি তবু দেরি নয়, হাজিরার লেটটা।

ছেলেধরা ছেলে ধরে, মেয়ে ধরে ডাইনি
ভূত ধরে ওঝা বলে—তিনদিন খাইনি
ভীরু যারা ভয় পায়, বলে—ভয় পাইনি।

গোল গোল তালগোল যায় গোল পাকিয়ে
ঠাঁটবাট জমকের জাঁক থাকে জাঁকিয়ে
বামনের হাতে চাঁদ—হতবাক তাকিয়ে।

ছড়া কাটা, কাটা ছড়া, ছড়া পড়া বন্ধ
শরতের মেঘ রোদে পুজো পুজো গন্ধ
ছুটোছুটি ছুটি ছুটি মন খুশি অন্ধ।

বদলা

সকাল তখন কত হবে
আটটা সাড়ে আটটা—
ঠকাস করে মারলো দাদা
মাথায় জোরে গাট্টা।
বললে হেসে, কাঁদিস পরে,
বলতো আগে মূল্য
গাট্টা খাওয়া ফোলা মাথার
আর কি আছে তুল্য?

অবাক চোখে ফ্যালফেলিয়ে
শিকেয় তুলে অক্ষি
বললো খোকা, দেখবি দাদা
যাদুর খেলা, ভোক্কি?
এই টেনেছি হাতের টানে
এই ছেড়েছি ফক্কা
গোলা তো নয়, গুলতি মোটে
বাজায় টরে টক্কা।

অমনি ভাঙে ঝন্ ঝনিয়ে
কাঁচের যত পাল্লা
খুন্তি হাতে মায়ের তাড়া
দাদার মুখে আল্লা।
খোকার মুখে নামতা ঝরে
একের থেকে একশো
ঝিলিক হাসি চোখের কোণে
কেমন তরো মকশো?